দৈনিক সংবাদ

10 JUN 1990
তারিখ
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ)ঃ গৌরীপুর উপজেলার গজন্দর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক বিনামূল্যের সরকারী বই বিতরণে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা নেবার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রাপ্ত লিখিত অভিযোগে প্রকাশ, চলতি বছর জানুয়ারী মাসে সরকারী বিনামূল্যের বিতরণের জন্য উক্ত স্কুলে শিশু শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৩০১ সেট বই প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক এসব বই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ না করে প্রতি ছাত্রছাত্রীর কাছে থেকে ৪ টাকা করে নিয়েছেন। অভিভাবকদের পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষককে সরকারী বইয়ের জন্য ছাত্র–ছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা নেবার কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কোন সুষ্ঠু জবাব দেননি।

এ ব্যাপারে উক্ত স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির এবং অভিভাবক কমিটির পক্ষ থেকে ময়মনসিংহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, গৌরীপুর উপজেলা পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ প্রদান করা হয়েছে।

কেশবপুরঃ কেবলমাত্র প্রশাসনিক জটিলতার কারণে সম্প্রতি পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ১৯জন প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সেই সাথে "৮৩ সালের নিয়োগ কার্যক্রমের অধীনে" নিয়োগকৃত এবং এগার মাস পর বিনা বেতনে ছাঁটাইকৃত ১১জন শিক্ষকও অসহায়ভাবে আদালতের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

উল্লেখ্য, '৮৩ সালে নিয়োগ কার্যক্রমের অধীনে ঐ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে এই উপজেলায় শূন্যপদের ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ দেয়া হয়। তৎকালীন উপজেলা শিক্ষক নিয়োগ কমিটি পরীক্ষার মাধ্যমে ১৮জনকে নিয়োগের জন্যে প্রাক তালিকাভুক্ত করেন এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অমান্য করে পর্যায়ক্রমে '৮৩ সালে ৩ জন, '৮৪ সালের জানুয়ারীতে ৪ জন এবং মার্চ মাসে ১১ জনকে নিয়োগ দেন। নিয়োগকৃত শিক্ষকরা যথারীতি তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ২৫–১–৮৫ তারিখের ডি.জি'র স্বাক্ষরিত এক নির্দেশে শেষোক্ত ১১জনের নিয়োগ বাতিল করা হয়। এগার মাস চাকরির পর এই বাতিল ঘোষণা তাদের ওপর বিনামেঘে বজ্রপাতের সামিল হয়। এই ১১ জনের নিয়োগ বাতিল করা হলেও একই সময়ের বাকী ৭ জনের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফলে শেষোক্ত ১১ জন উপজেলা শিক্ষক নিয়োগ কমিটির বিরুদ্ধে ১৩–৪–৮৭ তারিখে উপজেলা সহকারী জজ আদালতে মামলা দায়ের করেন। এই মামলার ভিত্তিতে মাননীয়

ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের জন্য পানীয় জলের প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী হলেও শতকরা ৮০ ভাগ বিদ্যালয়ে কোন নলকূপ নেই। কোথাও কোথাও থাকলেও সেসব নলকূপ অচল হয়ে রয়েছে। পায়খানা–প্রস্রাবখানার সুব্যবস্থা নেই। নিয়মিত পরিষ্কার না করায় তা ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। খেলার মাঠ না থাকায় শরীর চর্চা হয় না। এছাড়াও কর্তব্য পালনে শিক্ষকদের চরম অবহেলাও লক্ষ্য করা যায়। ফলে চুয়াডাঙ্গাতে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত হতাশাজনক হয়ে পড়েছে এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামে বরাদ্দকৃত ২ মেট্রিক টন চাউল তিতুদহ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোঃ আশরাফুল হক আত্মসাৎ করেছে বলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়াও গত ১৩ মে গম আত্মসাতের বিচার দাবী করে বিদ্যালয় মিলনায়তনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নরসিংদীঃ নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদের পদোন্নতিতে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

সরকারী নিয়মনীতি লংঘন, ক্ষমতার অপব্যবহার করে উপজেলা শিক্ষা অফিসার রিয়াজউদ্দিন সরকার প্রবীণ শিক্ষকদের পরিবর্তে নতুন শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের পদে পদোন্নতি দিয়েছে।

প্রবীণ শিক্ষকরা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের (ডি পি ই ও)'র নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগ দায়েরের খবর পেয়ে শিক্ষা অফিসার রিয়াজউদ্দিন সরকার আঃ হান্নান মোল্লা নামে অভিযোগ দায়েরকারী একজন প্রবীণ শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে।

আরও জানা গেছে, চলতি বছর নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরিরত মোট ১২জন প্রবীণ সহকারী শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদে পদোন্নতি দেয়ার সরকারী সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু শিবপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসার রিয়াজউদ্দিন সরকার প্রবীণ শিক্ষকদেরকে পাশ কাটিয়ে নিয়ম বহির্ভূত একটি বিজ্ঞাপন সাজিয়ে ইচ্ছামাফিক ১১জন নতুন শিক্ষককে পদোন্নতি দান করে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকরা (ডি পি ই ও)'র নিকট সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবী করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে ডিপিইও প্রাথমিকভাবে নিয়োগ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। এরপরও উপজেলা শিক্ষা অফিসার তার নিয়োগকে কার্যকর রাখার জন্য নানা পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করছে।

এ ব্যাপারে ডিপিইও জানিয়েছেন, ব্যাপারটি উর্ধ্বতন মহল ও তার তদন্তাধীন রয়েছে এবং নিয়োগ স্থগিত রাখা হয়েছে।